তারিখ ... 12 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

যায়যায়দিন

এমপিওভুক্তি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ

যথাযথ রিভিউ হওয়া প্রয়োজন

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তিতে অনিয়মের অভিযোগে শিক্ষামন্ত্রীর সমালোচনাসহ পুরো বিষয়টিকে যেভাবে আন্দোলনে রূপ দেয়া হচ্ছে তা কাঙ্ক্ষিত নয়। এ ক্ষেত্রে কোনো দুর্নীতি বা অনিয়ম হয়ে থাকলে যথাযথ পর্যালোচনা থেকেই তা বেরিয়ে আসবে।

গত সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির সদ্যঘোষিত তালিকা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ এনে তা বাতিলের দাবি জানানো হয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপিওভুক্ত ১ হাজার ২২টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ তালিকা পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছেন। তিন মাস সময় দিয়ে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের বক্তব্য হচ্ছে, এই প্রথম একটি নীতিমালা তৈরি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। দু'একটি ভুলত্রুটি থাকতে পারে, তবে এমপিওভুক্তিতে কোনো দুর্নীতি হয়নি। তাছাড়া ১০ বছর পর এমপিওভুক্ত করা ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে আবেদন করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাত ভাগের ছয় ভাগ বাদ পড়ায় অনেকেই ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক।

এমপিওভুক্তি নিয়ে সরকার দলীয়দের ক্ষোভের কারণও আমাদের কাছে অনেকটা স্পষ্ট। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এমপিওভুক্তির বিষয়টি তুলে ভূমি প্রতিমন্ত্রী দাবি করেন, তার এলাকা ছাড়াও আওয়ামী লীগের অধিকাংশ মন্ত্রী-এমপির কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি হয়নি। প্রতিমন্ত্রীর এ বক্তব্য থেকে প্রশ্ন আসে, মন্ত্রীদের নিজ নিজ এলাকার কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি হয়নি, এ কারণেই কি শিক্ষামন্ত্রী আজ প্রশ্নবিদ্ধ এবং তার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আনা হচ্ছে? এটা বলাও অত্যুক্তি হবে না যে, শিক্ষামন্ত্রী নিয়মনীতি অনুসরণ করে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করার কারণে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, এমপি এবং দলীয় নেতাকর্মীরা লাভবান হননি তাই শিক্ষামন্ত্রী আজ সমালোচিত। হয়তোবা প্রভাবশালীদের চাওয়া অনুযায়ী এমপিওভুক্তির তালিকা করলে তাকে এভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হতো না। তবে আমরা মনে করি, প্রশ্ন যেহেতু এসেছে তাই এ মুহূর্তে সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে না। যথাযথ পর্যালোচনার পরই বোঝা যাবে অভিযোগ কতটুকু সত্য।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে শিক্ষামন্ত্রী দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে, বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে এবং শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো বই পৌঁছে দেয়ার জন্য যে প্রয়াস চালিয়েছেন তা তার দায়িত্বশীলতারই বহিঃপ্রকাশ ছিল। দায়িত্ব পালনে তার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে যদি কোনো অনিয়ম হয়ে থাকে তা তার অজান্তেও হতে পারে। সব কাজ পুরোপুরি সুষ্ঠুভাবে করা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং ব্যক্তিকে দোষারোপ করার চেয়ে সরকারের দায়িত্ব হবে পুরো বিষয়টি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে অনিয়মের সঠিক কারণ বের করা এবং সেই হিসাবে ব্যবস্থা নেয়া। আমরা আশা করব প্রধানমন্ত্রী নিজেই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি দেখবেন।

নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির আশায় অনেক শিক্ষক প্রায় বিনা বেতনে বছরের পর বছর চাকরি করে যান। তাদের মধ্যে এমনও রয়েছেন যারা এমপিওভুক্তির আশায় ১০-১২ বছর ধরে বিনা বেতনে পাঠদান করে আসছেন। এ জাতীয় কোনো শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদপড়া দুর্ভাগ্যজনক হবে। যেসব প্রতিষ্ঠানে পাঠদান ঠিকভাবে হচ্ছে এবং এমপিওভুক্ত হওয়ার যোগ্য সেসব প্রতিষ্ঠান যাতে তালিকায় স্থান পায় রিভিউতে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির জন্যই প্রয়োজন, তা না হলে শিক্ষাকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হবে না।

যেসব প্রতিষ্ঠানে পাঠদান ঠিকভাবে হচ্ছে এবং এমপিওভুক্ত হওয়ার যোগ্য সেসব প্রতিষ্ঠান যাতে তালিকায় স্থান পায় রিভিউতে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির জন্যই প্রয়োজন, তা না হলে শিক্ষাকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হবে না।